দামুড়হুদায় কিশোরীকে ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায়: ২ যুবক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সদর এলাকায় অবস্থিত ফ্যান্টাসি পার্কে ঘুরতে গিয়ে এক কিশোরী ও তার বন্ধুকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায়ের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এবিষয়ে ভুক্তভোগী বাদী হয়ে থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানাধীন শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান সরকারি ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন “চুয়াডাঙ্গা ফ্যান্টাসি পার্ক” নামক স্থানে ঘুরতে আসে। তার সঙ্গে তার বন্ধু ঢাকা জেলার খিলক্ষেত এলাকার বিল্লাল হোসেন এর ছেলে মেহেদী হাসান শুভ (১৬) উপস্থিত ছিল।

পরে একই দিন দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে পার্কের পূর্ব পাশে অবস্থানকালে কয়েকজন যুবক তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং সুযোগ বুঝে তাদের কাছে গিয়ে ছবি ও ভিডিও ধারণের ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল শুরু করে। একপর্যায়ে তারা ভুক্তভোগীদের মান-সম্মানের ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে ছেলের কাছ থেকে প্রথমে ১ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করে এবং পরবর্তীতে আরও ১০ হাজার টাকা দাবি করে।

ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ভুক্তভোগীরা বিষয়টি পুলিশকে জানালে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযান চালায়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো— দামুড়হুদা উপজেলার নাপিতখালী গ্রামের নওশাদ আলীর ছেলে শাকিল খান (২০) এবং উপজেলার সদরের পীরপুর গ্রামের

টাপু বিশ্বাস এর ছেলে সজিব বিশ্বাস (১৯)। তবে এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত অপর দুই যুবক রাকিবুল (২৬) ও রুবেল
(২০) কৌশলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, আটককৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা মিলেছে। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা রয়েছে।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, গ্রেফতারকৃতদের গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

নারী ও কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি

মাসিক একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অনেক সমাজের মতো বাংলাদেশেও মাসিক এখনো লজ্জা, ভ্রান্ত ধারণা ও নীরবতার আবরণে আবদ্ধ।

এই নীরবতা শুধু সামাজিক মনোভাবের কারণে নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধার অভাব এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা না থাকা। ফলে দেশের নারী ও কিশোরীদের একটি বড়ো অংশ আজও বৈজ্ঞানিকভাবে, নিরাপদ উপায়ে মাসিক সামলাতে পারে না।

একজন কিশোরীর প্রথম মাসিকের অভিজ্ঞতা যতটা স্বাভাবিক হওয়ার কথা, বাস্তবে তা অনেক সময় ভয়, লজ্জা ও বিভ্রান্তির মিশ্র অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। ফলস্বরূপ, মেয়েরা নিজের শরীরকে অবহেলা করতে শেখে, স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়াকেও লুকানোর বিষয় হিসেবে দেখে। এতে তাদের স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস কমে যায়, নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সীমিত হয়।

অথচ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বা মেন্স্ট্রুয়াল হাইজিন

ম্যানেজমেন্ট কেবল একজন নারী বা এক কিশোরীর ব্যক্তিগত গল্প হতে পারে না। মাইক্রো লেভেলে একজন নারী বা এক কিশোরীর স্বাস্থ্য সচেতনতা রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরতে পারে।

একটি দেশের নারী ও কিশোরীর মৌলিক অধিকার কতটা সংরক্ষিত, নারী ও কিশোরী কতটা মর্যাদাবান জীবনের অধিকারী হচ্ছে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে এভাবে বলাটা অসত্য হয় না যে, যদিও দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তবুও বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব মাসিক স্বাস্থ্য পণ্য এবং সেবা নিশ্চিত করা এখনও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বিভিন্ন গবেষণা ও জাতীয় জরিপ এই সমস্যাগুলোর মূল কারণগুলো চিহ্নিত করেছে, যেমন সচেতনতার অভাব ও কুসংস্কার, অর্থনৈতিক বাধা ও সাশ্রয়ী পণ্যের অভাব, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ও স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদি।

ইউনিসেফ এবং অন্যান্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, দেশের স্কুলগামী কন্যাশিশুদের প্রায় অর্ধেকই প্রথম মাসিকের আগে এ বিষয়ে কোনো তথ্য পায় না। ইউনিসেফের তথ্যমতে, প্রায় অর্ধেক স্কুলগামী কন্যাশিশু তাদের প্রথম মাসিকের আগে এ বিষয়ে কিছু শোনেনি। দেশের ৬৪ শতাংশ কিশোরী বয়ঃসন্ধিকালের আগে মাসিক সম্পর্কে জানে না, যার ফলে তারা প্রথম মাসিকের সময় অপ্রস্তুত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কারের কারণে মাসিক নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার অভাব রয়েছে।

সামাজিক নীরবতা, কুসংস্কার আর ভুল তথ্যের ফাঁদে পড়ে নারী ও কিশোরীর স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক এক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এই একুশ শতকে এসেও একটি ট্যাবু বা নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, নারী ও কিশোরীর জন্য মানসিক চাপ ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পণ্য কেনার সময় পুরুষ বিক্রেতাদের সাথে কথা বলার অস্বস্তিও একটি সামাজিক চ্যালেঞ্জ, যা তাদের জন্য এই সাধারণ কাজটিও লজ্জাজনক ও ভীতিকর করে তোলে। এই ট্যাবু মেয়েদের চলাচলের স্বাধীনতা সীমিত করে ফেলে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়।

অর্থনৈতিক বাধা এবং সাশ্রয়ী পণ্যের অভাবও নারী ও কিশোরীর মাসিক স্বাস্থ্যবিধির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অন্তরায়। ওয়াটারএইড বাংলাদেশের একটি গবেষণায় জানা যায়, স্যানিটারি প্যাডের উচ্চমূল্যের কারণে এটি অনেকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। অনেকে

স্যানিটারি প্যাড ব্যবহােও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও উচ্চ খরচের কারণে মাসিকের সময় কাপড় ব্যবহার করতে বাধ্য হন। অনেক দরিদ্র নারী বাড়ির বাইরে যেতে হলে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহারের সামর্থ্য রাখলেও, ঘরে থাকার সময় সাশ্রয়ের জন্য পুরোনো বা অস্বাস্থ্যকর কাপড় ব্যবহার করেন। গার্মেন্টস এর নারী কর্মীরা দীর্ঘ শিফটে কাজ করেন, কিন্তু স্বল্প বেতনে প্রতি মাসে প্যাড কিনে ব্যবহার করা তাদের জন্য কঠিন। ফলস্বরূপ সাদা ¯◌্রাব, চুলকানি, এমনকি প্রজননক্ষমতার ক্ষতিও হতে পারে।

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পথে একটি বড়ো বাধা হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যথাযথ স্যানিটেশন অবকাঠামোর অভাব। দেশের বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাবান্ধব টয়লেট নেই। সেখানে জরুরি স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের সুযোগ থাকে না এবং ব্যবহৃত ন্যাপকিন ফেলার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নেই। জাতীয়ভাবে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেখানে প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১টি করে টয়লেট থাকার কথা, সেখানে আছে ১৮৭ জনের জন্য ১টি। অনেক স্কুলে মেয়েদের জন্য পৃথক এবং ব্যবহারের উপযোগী টয়লেট না থাকায় প্রায় ৩০ শতাংশ ছাত্রীকে প্রতি মাসে ঋতুকালে স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়। ফলে তারা একদিকে ক্লাসে পিছিয়ে পড়ে, অন্যদিকে পরীক্ষার ফলাফলও খারাপ হয়, যা তাদের শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করে।

সরকারি অফিস ও কর্মক্ষেত্রগুলোতেও নারীর জন্য ঋতুকালীন বিশ্রামের জায়গা এবং ডঅঝঐ (ডধঃবৎ, ঝধহরঃধঃরড়হ, ধহফ ঐুমরবহব) সুবিধাগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, সাবান এবং ডাস্টবিনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এসবের ফলাফল হিসেবে নারী ও কিশোরীদের জীবনে বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যা তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামগ্রিক সামাজিক অবস্থানের ওপর প্রভাব ফেলছে। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা যদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি, শিক্ষার ক্ষতি, সামাজিত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে, তাহলে তা কোনো দেশের জন্য উপকার বয়ে আনে না। অস্বাস্থ্যকর পুরোনো কাপড় ব্যবহারের ফলে নারী ও কিশোরীরা গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভুগছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ছয় ঘণ্টা অন্তর ন্যাপকিন না পাল্টালে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে, যা থেকে নানা রোগ দেখা দিতে পারে। অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনার কারণে নারীরা ভুগছে প্রজনন ও মূত্রনালি সংক্রমণ সংশ্লিষ্ট মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যায়। এমনকি, মাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সঠিক পরিবেশ না থাকায় প্রতিদিন গড়ে ১৮

জন নারী জরায়ুু ক্যানসারে মারা যাচ্ছে বলেও তথ্য পাওয়া যায়। ওদিকে স্যানিটারি প্যাডের ব্যাপক ব্যবহার এবং অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে পরিবেশগত উদ্বেগ সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবহৃত প্যাড ফেলার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ডাস্টবিনের অভাব পরিবেশের ক্ষতি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে।

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় কমিউনিটির সমন্বিত প্রচেষ্টাতো অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সবার আগে দরকার পরিবারের সহায়তা। বিশেষ করে মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে কিশোর মেয়েকে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানানো। একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে সচেতন ও সংবেদনশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে মাসিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যা ছেলে-মেয়ে সবার জন্যই প্রয়োজন। পরিবারগুলোতে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা এবং সমাজ-ভিত্তিক প্রোগ্রামে পুরুষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে এ সংক্রান্ত আলোচনায় বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের উপস্থাপন ঘটানোর মাধ্যমে মাসিক সংক্রান্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা জরুরি। এভাবেই মাসিক নিয়ে যেসব কুসংস্কার আছে, সেগুলো দূর করে সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে।

রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের স্যানিটারি পণ্যের দাম কমাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি করা এবং বিকল্প পরিবেশবান্ধব পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্যের প্রসারের জন্য প্রচারণা চালানোর কাজ গুরুত্বের সাথে এগিয়ে নিতে হবে। কাঁচামালের ওপর কর ছাড়ের সুবিধা যেন ভোক্তার কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার জন্য স্পষ্ট আইনের প্রয়োজন। গ্রামীণ নারীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। স্বল্পমূল্যে কীভাবে দরিদ্র নারীদের জন্য ন্যাপকিন সহজলভ্য করা যায়, তা বিবেচনায় নিতে হবে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই সরকারি নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে মেয়েদের জন্য উন্নত, আলাদা টয়লেট বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যেখানে ময়লা ফেলার ঝুড়ি, সাবান ও পানির ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও, নারী শিক্ষকদেরকে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে মাসিক নিয়ে কথা বলতে এবং যথাযথ স্যানিটারি ন্যাপকিন যেন পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা একটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ হলেও গত এক দশকে জনগণের মাঝে মাসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা

উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। স্কুলভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বাড়ানো হয়েছে। বহু এনজিও অল্প খরচে প্যাড তৈরি ও বিতরণ করছে। স্থানীয়ভাবে “রিয়ুজেবল ক্লথ প্যাড” তৈরি হচ্ছে, যা ধুয়ে বারবার ব্যবহার করা যায়। মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতা প্রচার বেড়েছে। সরকার স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য উদ্যোগে মাসিক স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করছে। নতুন প্রজন্মের মায়েরা এখন অনেক বেশি সচেতন। মেয়েরা ১০-১২ বছর বয়সেই মাসিক সম্পর্কে জেনে যাচ্ছে, যা আগের প্রজন্মে ছিল না। ডিজিটাল মিডিয়া থেকেও তথ্য মিলছে। তবে ভুল তথ্য যেন মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাকে আরও চ্যালেঞ্জের ভেতর ফেলে না দেয়, সে ব্যাপারে সচেতনভাবে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন আছে।

মাসিক বা ঋতুস্রাবের সময় কিশোরীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে। পরিমাণ মতো পানি (দিনে অন্তত ৮ গ্লাস) পান করতে হবে। এ কথা অনস্বীকার্য, যে সমাজ নারীকে সম্মান করে, সেখানে তার শারীরিক প্রয়োজনকেও মর্যাদা দেওয়া হয়। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মূলত নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ন, যেখানে নারীর আছে নিজের শরীর নিয়ে কথা বলার অধিকার, মাসিকের সময় কর্মস্থলে সহযোগিতার পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা একটি দেশের উন্নয়ন পরিমাপের সূচক। বাংলাদেশের নারীরা বহু বাধা পেরিয়ে আজ শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, নেতৃত্ব প্রদান তথা সবখানে এগিয়ে যাচ্ছে। মাসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহেলা না থাকলে তাদের এই অগ্রগতি আরও তরাণি¦ত হবে। তখন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের নারীর অবদানের পরিমাণও হবে অনেক বেশি।

আমরা চাই, বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ একটি সভ্য দেশে পরিণত হোক। আর কে না জানে, একটি সমাজ তখনই সভ্য হয়, যখন তারা নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে তখনই, যখন প্রতিটি কিশোরী ও নারী তাদের মাসিককে নিরাপদ, স্বাভাবিক ও মর্যাদাপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে পারবে। আশা করি সে-ই বাংলাদেশ আমরা অর্জন করতে পারব।

লেখক: উপ প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

চুয়াডাঙ্গায় কিশোরী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে খায়রুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত খায়রুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার বুজরুকগড়গড়ি মাদরাসাপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী কিশোরী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর স্কুলে যাওয়ার পথে আসামি খায়রুল ইসলাম তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অটোরিকশায় তুলে নেয়। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর গভীর রাতে একটি বাগানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এ বিষয়ে কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেন।

পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিশোরীকে ফাঁকা বিল থেকে উদ্ধার করেন। পরে ভুক্তভোগীর পিতা বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত আজ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের সময় আসামি খায়রুল ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

মহেশপুরে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও অভিভাবক সমাবেশ

“বিআরডিবি’র অঙ্গীকার, উন্নত সমৃদ্ধ পল্লী গড়ার” স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের মহেশপুরে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) মহেশপুরের উদ্যোগে খালিশপুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান হয়। দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাদিজা আক্তারের সভাপতিত্ব ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বাহাউল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১নং এস বি কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আরিফান হাসান চৌধুরী,খালিশপুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোজাম্মেল হক সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কিশোরীদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সমাজ সচেতনতায় এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা কিশোরীদের আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান।

পরিশেষে উপস্থিত কিশোরীদের বিনামূল্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী স্যানেটারী নাপকিন, খাতা, কলম ও স্কুল ব্যাগ বিতরণের পাশাপাশি সকল কিশোরী, অভিভাবক, শিক্ষকমন্ডলী, উপস্থিত অতিথি সহ বাল্য বিবাহকে না বলুন শপথ নিয়ে প্লাকাড প্রদর্শন করা হয়।

ঝিনাইদহে কিশোরী ধর্ষনের অভিযোগ, ধর্ষক গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ সদরের উত্তর সমশপুর গ্রামে ১২ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে।

রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যায় বিষয়টি জানাজানি হলে রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ওই কিশোরীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে ঘটনার পর প্রতিবেশী অভিযুক্ত ধর্ষক তানভীর হোসেন ওরফে সোহেল মন্ডল (৩১) কে ওই গ্রামের একটি দোকান থেকে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় রাত ১ টার দিকে ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে সদর থানায় সোহেল মন্ডল কে আসামী করে ধর্ষন মামলা দায়ের করেছেন।

জানা যায়, রোববার দুপুরে ১২ বছর বয়সী ওই কিশোরী প্রতিবেশী সোহেল মন্ডলের বাড়িতে যায়। সেসময় সোহেল তার শিশু সন্তানকে কোলে নেওয়ার কথা বলে ওই কিশোরীকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে মুখ চেপে ধরে ধর্ষন করে। এরপর বাড়ি ফিরে আসলে সন্ধ্যায় কিশোরীর শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন সে তার মা’কে বিষয়টি জানায়। এরপরই বিষয় টি জানাজানি হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, থানায় মামলার পর অভিযুক্ত আসামী সোহেল মন্ডলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

ভুক্তভোগী কিশোরীর মা জানায়, তার মেয়ে লেখাপড়া করেনা। বাড়িতেই বেশী সময় থাকে। মাঝে মধ্যে প্রতিবেশী সোহেল মন্ডল এর বাড়িতে যায়, তার ছোট শিশুকে কোলে নেয়। রবিবারও তাদের বাড়িতে যায়। তখন সোহেল বাচ্চা কে কোলে নেওয়ার কথা বলে ঘরে ডেকে নিয়ে এই পাশবিক নির্যাতন করে। প্রশাসন যেন সঠিক তদন্ত করে এর সঠিক বিচার করে।

কক্সবাজারে কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

কক্সবাজারের চকরিয়ার প্যারাবনে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মউকস্থ বাজার সংলগ্ন এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শিশু ও কিশোরী ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন মউক-এর সিনিয়র ম্যানেজার মুরাদ হোসেন এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা আখতার।

অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, যুবসমাজের প্রতিনিধি, এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধনটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী আবুল কালাম।

মেহেরপুরে সাড়ে ৩১ হাজার কিশোরী পাবে এইচপিভি টিকা

জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে মেহেরপুরে সাড়ে ৩১ হাজার জনের বেশি কিশোরীকে বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা দেওয়া হবে। মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মাধ্যমে আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে মাসব্যাপী এ বিশেষ টিকা কার্যক্রম চলবে।

এ উপলক্ষে আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকাল ১০ টার সময় সিভিল সার্জন হল রুমে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন ডাক্তার মহী উদ্দিন আহম্মেদ গণমাধ্যম কর্মীদের এ তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে এইচপিভি ক্যাম্পেইন বিষয়ে সার্বিক কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক। এসময় এই কর্মসূচির তত্বাবধায়ক ডাক্তার খোন্দকার ইমরান হাসিব উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ৬ হাজার ৬৯৬ জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যায়ণরত ৬ হাজার ২৪৬ জন, সপ্তম শ্রেণির ৬ হাজার ৩৩৮ জন, অষ্টম শ্রেণির ৬ হাজার ১১১ জন, নবম শ্রেণির ৫ হাজার ৯৩৯ জন, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ৪১ ছাত্রীকে টিকা প্রদান করা হবে।

এছাড়াও ৭ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ২০২ জন কিশোরীদের টিকা প্রদান করা হবে।

ঝিনাইদহে ৫ম শ্রেণীর এক কিশোরী অন্ত:সত্ত্বা, যুবক আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার একটি ধর্ষণ মামলায় মোঃ সোহেল হোসেন
(৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল।

গতকাল সোমবার (১৯ আগস্ট) বিকালে কালীগঞ্জ থানার বারপাকিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে র্যাব। আটক সোহেল হোসেন বারপাকিয়া গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে।

র্যাব এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভিকটিম বারপাকিয়া দাখিল মাদ্রাসার ৫ম শ্রেণির ছাত্রী। গত মার্চ মাসের ১৫ তারিখ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বাড়ির পাশে বেগবতী নদীতে মাছ ধরতে যায় ভিকটিম। আসামি সোহেল রানা ভুক্তভোগীকে একা পেয়ে পার্শ্ববর্তী জনৈক আঃ সবুরের বাশ বাগানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। গত ১৭ আগস্ট ভিকটিম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে

পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে জানা যায় ভুক্তভোগী ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ভিকটিমকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় সোহেল তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

এই ঘটনায় ভিকটিমের বাবা বাদি হয়ে গত সোমবার কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে। র্যাব জানিয়েছে, থানায় মামলা হলে ঘটনার ছায়া তদন্ত শুরু করে র্যাব। মামলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত সোহেল হোসেনের অবস্থান শনাক্ত করে তাকে আটক করতে সক্ষম হয় র্যাব। সোহেলকে আটক করে কালীগঞ্জ থানার মামলায় সোপর্দ করা হয়েছে বলেও বিবৃতিতে জানিয়েছে র্যাব।

আজ মঙ্গলবার কালীগঞ্জ থানার ওসি আবু আজিফ জানান, আসামিকে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জীবননগরে কিশোরীদের মাঝে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কমসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো) ২য় পযায়ে পল্লী উন্নয়ন কিশোরী সংঘের কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বিআর ডিবির উপপরিচালক মোঃ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক ড.কিসিনজার চাকমা।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা

পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান,উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন কাজল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন,বতমান সমাজে মেয়েদের সজাগ হতে হবে।তাদের প্রতিবাদী হতে হবে বাল্য বিবাহ যেখানে হবে সেখানে আইনশৃংখলা বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে সেটা বন্ধ করতে হবে। সমাজে সবাই যদি একটু সচেতন হওয়া যায় তা হলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব ।আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি শিক্ষাথীদের হাতে একটি করে গাছের চারা উপহার দেন ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা বিআরডিবির কমকতা মোঃ জামিল আখতার।

ঝিনাইদহে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে স্কুল পড়ুয়া কিশোরীদের সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ প্রদাণ, স্বাস্থ্য সহায়ক উপকরণ বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকালে উপজেলার শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড’র পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন হোসেন, ইরেসপো’র মাঠ সংগঠক রোকসানা ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও তাদের সংগঠিত করে বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক বিরোধী, নেতৃত্ব বিকাশ ও ইভটিজিং প্রতিরোধসহ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সচেতনতা শেষে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সহায়ক নানা উপকরণ বিতরণ করা হয়।